২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

১। আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
১।	ব্যক্তি শ্রেণীর কর (ক) ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,০০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পূনর্বিন্যাস করা যেতে পারে ঃ হার • প্রথম ৩,০০,০০০/ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - শূন্য • পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ১০% • পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ১৫% • পরবর্তী ৫,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০% • অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫% (খ) বয়স্ক নাগরিক ও মহিলা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,২৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে। (গ) প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,৭৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৭৫,০০০ টাকা করা যেতে পারে। (ঘ) বর্তমানে দুই কোটি টাকার অধিক নীট সম্পদ থাকলে ১০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য। এ হার অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বার পাঁচ কোটি টাকার অধিক নীট সম্পদ থাকলে ৫% হারে সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করছে।	• মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা যথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা পাওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার । এই চাহিদা মেটানোর অর্থ ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে সে তার অন্যান্য ব্যয় ও প্রয়োজনে সঞ্চয় করে থাকে । বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কর মুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো প্রায়োজন। • নতুন নতুন করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে কর মুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারনে বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন। • সর্ব স্তরের মানুষের কাছে সহনীয় হলে কর প্রদানের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে । ফলে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে রাজস্ব আয় বাড়বে। • কর ফাঁকি হ্রাস পাবে। • বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। • করের বোঝা লাঘব হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
২।	বাড়ী ভাড়ার সিলিং মূল বেতনের ৫০% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% করা যেতে পারে এবং সর্বোচ্চ রেয়াত সীমা ১৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।	বর্তমানে বাড়ী ভাড়া অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে সমন্বয় রেখে এ সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।
৩।	চিকিৎসা ভাতার বর্তমান শর্ত বাতিলপূর্বক প্রদত্ত ভাতাকে করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।	চিকিৎসা ভাতার উপর কর প্রদানের শর্তপূরণ করা হয়রানীমূলক বিধায় চিকিৎসা ভাতা হিসেবে প্রদত্ত সম্পূর্ন অংককে করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।
৪।	নগদ যাতায়াত ভাতার সীমা ২৪,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে। এছাড়া চাকুরীদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিনা মূল্যে যাতায়াত সুবিধা লব্দ প্রচ্ছন্ন আয় মূল বেতনের ৭.৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।	বেতনভুক্ত কর্মচারীগণের অন্য কোন যাতায়াত সুবিধা না থাকায় এবং দেশে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নগদ যাতায়াত ভাতার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।
৫।	কর্মচারীদের বেতন চেকে প্রদানের পরিমাণ ১৫,০০০/- হইতে বাড়িয়ে ২০,০০০/- টাকা করা হোক।	অল্প আয়ের কর্মচারীদের ব্যাংকের ঝামেলা হতে পরিত্রাণ দেয়া হোক।
৬।	চাকুরীদাতার অনুমোদিত পারকুইজিট সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।	চাকুরীজীবি করদাতার জীবনযাত্রার মানের সাথে সঙ্গতি রেখে পারকুইজিট সীমা বাড়ানো দরকার।
৭।	কর্পোরেট কর ঃ কর্পোরেট করের হার নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন ঃ (ক) শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর মুনাফার উপর করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি। (খ) প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির মুনাফার উপর করের হার ৩৭.৫% থেকে কমিয়ে ২৫% করার প্রস্তাব করছি। (গ) তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর কর হারের পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করছি। (ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫% থেকে হ্রাস করে ৪০% করা যেতে পারে। (ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য করপোরেট করের হার ৪৫% থেকে হ্রাস করে ৪২.৫% এবং যে সকল কোম্পানী স্টকমার্কেটে তালিকা ভুক্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩২.৫% করা যেতে পারে। তবে শর্ত হিসেবে স্টক মার্কেটে শেয়ার অফ লোড এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ন্যুনতম ১০% এর স্থলে ২০% হতে হবে।	বাংলাদেশে ৫০০ এর অধিক লিষ্টেড কোম্পানি রয়েছে, যেখানে কয়েক লক্ষ লোকের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব কোম্পানির উপর আরোপিত কর্পোরেট ট্যাক্সে পরিমাণ ২৭.৫ শতাংশ এবং প্রদত্ত ডিভিডেন্ট এর উপরও কর রয়েছে। এসব লিষ্টেড কোম্পানিগুলোর কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে কর ফাঁকির কোন সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির লাভ হলেও বছরের পর বছর ক্ষতি দেখিয়ে বিপুল অংকের কর ফাঁকি দিয়ে আসছে। কাজেই লিষ্টেড কোম্পানির উপর আরোপিত কর্পোরেট কর ২৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে কর ফাঁকির প্রবনতা হ্রাস পায়, সরকারের রাজস্ব আদায় রাতারাতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করবে। এই ধরণের কর ফাঁকির সুযোগ থাকার কারণে অনেক ভালো কোম্পানী ক্যাপিটাল মার্কেটে তালিকাভূক্ত হচ্ছে না। তারা কম লাভ দেখিয়ে কর ফাঁকি দেয়, কিন্তু তালিকাভূক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে এ ধরনের অনৈতিক সুযোগ নেই।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
৮।	CSR কর্মকান্ডে কোম্পানীর বিনিয়োগ/ ব্যয়ের উপর ১০% কর রেয়াতের পরিবর্তে একে লাভ-ক্ষতি হিসেবে দেখানোর জন্য অনুমতি দেয়া দরকার। একই সাথে CSR কর্মকান্ড সংক্রান্ত তালিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত CSR কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে এ তালিকাটি CSR এর সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে স্পষ্ট করা দরকার।	CSR কর্মকান্ডের উপর শুধুমাত্র ১০% কর রেয়াত দিলে কর দাতাগণ উৎসাহিত হবে না। তাই CSR কর্মকান্ডে কোম্পানির বিনিয়োগ/ ব্যয়কে লাভ-ক্ষতি হিসেবে দেখানোর অনুমতি দিলে তারা কর প্রদানে উৎসাহিত হবে। CSR এর প্রকৃত সংজ্ঞা হিসেবে CSR তালিকা নির্ধারণ করা উচিত।
৯।	আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৬ ccc অনুযায়ী ০.৫০% হারে ন্যুনতম কর আরোপের বিধান প্রত্যাহার করা দরকার।	এ ধরনের করারোপ আয়করের সংজ্ঞা বহির্ভূত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের Loss হলে কর প্রদান অযৌক্তিক বলে এ বিধানটি প্রত্যাহার করা দরকার। এ ধরনের কর Accounts এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভুত।
১০।	<u>কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়</u> কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়ের উপর কর হার বর্তমানে ২০% ধার্য আছে, যা ১৫% এ নামিয়ে আনার জন্য প্রস্তাব রাখছি। উল্লেখ্য যে, অর্থ আইন ২০০৭ ঘোষণার পূর্বে এই কর হার ১৫% ছিল।	এতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
১১।	<u>লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত কর</u> ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে লভ্যাংশের (Dividend) উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করছি।	পুজিঁবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
১২।	<u>Savings এবং FDR এর সুদ থেকে আয়ের উপর কর</u> (ক) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে ব্যাংকে স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ থেকে ১০% হারে অগ্রীম কর কর্তনের যে বিধান আছে তা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব রাখছি। (খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যাংকে স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ থেকে ১০% হারে অগ্রীম কর বর্তনের যে বিধান আছে তা চূড়ান্ত করদায় হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করছি।	• এর ফলে কর ফাঁকির প্রবণতা কমে আসবে। • কর পরিশোধার্থে জটিলতা হ্রাস পাবে। ব্যক্তি এবং কোম্পানী নির্বিশেষে ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে উৎসাহিত হবে। অর্থনীতিতে এ স্থায়ী আমানত Capital base তৈরীতে সহায়তা করবে। বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে Financial Inflow বাড়ানোর জন্য এ প্রস্তাব করা হলো।
১৩।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53(D) তে সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর বর্তমানে ১০% হারে কর কর্তনের যে বিধান রয়েছে তা ঢাকা চেম্বার প্রত্যাহারের সুপারিশ করছে।	ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং সরকারের সঞ্চয় (Savings) বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
১৪।	ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এছাড়াও করমুক্ত Country Bond সর্ব সাধারণের জন্য চালু করার প্রস্তাব করা হলো।	বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন দরকার। ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর কর প্রত্যাহার করা হলে রেমিট্যান্স উৎসাহিত হবে।
১৫।	কর অবকাশ (Tax Holiday)	
	(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং শিল্পায়নের স্বার্থে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 46(B) তে প্রদত্ত Newly established industrial undertaking এর কর অবকাশ (Tax Holiday) সময়সীমা আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে মেয়াদ বাড়ানো প্রয়োজন।
	(খ) বর্তমানে EPZ এ স্থাপিত শিল্পসমূহকে ১০ বছরের কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পকে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হয় না । এ ধরনের বৈষম্য দূর করে EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রেও কর অবকাশ সুবিধা ১০ বছর করা যেতে পারে।	সমতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কাজেই EPZ সহ সকল স্থানের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা একই রকম করা প্রয়োজন।
	(গ) ট্যাক্স হলিডে প্রাপ্ত শিল্পে কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমাদানির ক্ষেত্রে AIT রেয়াত প্রাপ্তির জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে AIT রেয়াত গ্রহণ যেহেতু Tax Holiday প্রাপ্ত শিল্পসমূহের জন্য প্রাপ্য তাই Tax Holiday অনুমোদনের সময়ই এ বিষয়টি সুরাহা করা যেতে পারে।	ট্যাক্স হলিডে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর AIT রেয়াত প্রাপ্তির সার্টিফিকেট গ্রহণের ফলে অযথা হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়।
	(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের Sixth schedule এর Part A এর প্যারাগ্রাফ 34 এ বর্ণিত মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামারসহ কিছু আয়ের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। ফিসারিজ, পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর অবকাশ (Tax Holiday) সুবিধা ২০২৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে এসআরও নং ২৩৮–আইন– আয়কর/২০১১ এবং ২৬৩–আইন/আয়কর /২০১০ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা আবশ্যক।	পোল্ট্রি সেক্টর (পোল্ট্রি ফার্ম ও পোল্ট্রি ফিড মিল) শুরু থেকেই আয়কর মুক্ত ছিল এবং গত অর্থবছরের বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় পুনরায় ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই সেক্টরকে (পোল্ট্রি ফার্ম ও পোল্ট্রি ফিড মিল) আয়কর মুক্ত ঘোষণা করেছেন অতঃপর শুধু মাত্র পোল্ট্রি ফার্মকে আয়কর মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু পোল্ট্রি ফিড মিলকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে অর্থ আইন ২০১১ মূলে ইনকাম ট্যাক্স আইন ১৯৮৪ তে ধারা ১৬ সিসিসি এর সংযোজন করে যে কোন কোম্পানির মোট আয় (Gross Income) এর উপর ০.৫০% ট্যাক্স ধার্য করে যা পোল্ট্রি খাতের বিকাশের অন্তরায় হয়েছে। ফলে পোল্ট্রি খাদ্যের ও একদিন বয়সের বাচ্চার দাম বেড়ে যায়। প্রান্তিক খামারীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
		আরো উল্লেখ্য যে, পোল্ট্রি একটি স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর। গত কয়েক বছরে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে অনেক ছোট-বড় খামারী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে ডিম, মুরগী ও একদিন বয়সী বাচ্চার ব্যাপক দরপতনের কারণে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার লেকসান গুনতে হচ্ছে পোল্ট্রি খামারী এবং উদ্যোক্তাদের। এ ধরনের ঝুঁকির কারণে অনেকেই এ পেশায় আসতে এবং বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন, এর কারণে হাজার হাজার যুব সমাজ বেকার হয়ে পড়বে। তাই এই সেক্টরের (পোল্ট্রি ফার্ম ও পোল্ট্রি ফিড মিল) কর রেয়াতের মেয়াদ যদি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত সহ নতুন খামারীরাও পুনরায় এ শিল্পে আসার আগ্রহী হবে এবং নতুন করে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে, ফলে হাজার হাজার বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান পুনরায় বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় এ দেশে অচিরেই প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দিবে।
	(ঙ) দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য যানবাহন প্রয়োজন যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। উক্ত সেক্টরে উৎপাদন/সংযোজন খাতকে ট্যাক্স হলিডের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হইবে।
	(চ) আয়কর অধ্যাদেশের Sixth schedule এর Part A এর প্যারাগ্রাফ 35 এ বর্ণিত Handicraft রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে কর রেয়াত (Tax Holiday) এর সুবিধা ২০২৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হলো।	হস্তশিল্প খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ট্যাক্স হলিডে মেয়াদ বাড়ানো প্রয়োজন।
১৬।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 32(10) অনুযায়ী ভূমি, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ভবন থেকে উদ্ভূত মূলধনী আয় বিনিয়োজিত ইকুইটি হিসেবে কর রেয়াতের যে বিধান আছে তা আয়কর অধ্যাদেশের 53(H) ধারায় অন্তর্ভূক্ত না থাকায় বিনিয়োগকারীদের বাধ্যতামূলক কর প্রদান করতে হয় যা পরস্পর বিরোধী। ঢাকা চেম্বার মনে করে 53(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এ সমস্যা দূর করা প্রয়োজন।	এ পরস্পর বিরোধী ধারা বলবৎ থাকায় 32(10) ধারা অনুযায়ী কর রেয়াত সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ধারা 53(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন জরুরী।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
১৭।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 62 তে উল্লেখিত "Credit of Tax Collection at Service" এ বর্ণিত ধারায় আমদানিকারক কর্তৃক মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে AIT কেটে রাখা হয়। এর ফলে কর নির্ধারণের সময়েই কর্তনকৃত করের Credit দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সময় বিশেষ করে আমদানি পর্যায়ে AIT সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকে জমা দেয়া সত্তেও উপকর কমিশনারগণ পরবর্তীতে যাচাই সাপেক্ষে Credit নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যা করদাতদের জন্য হয়রানিমূলক। যেহেতু সোনালী ব্যাংকের ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক/ ট্রেজারী ব্যাংক এ কর্তিত কর জমা হয়, সুতরাং সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কর প্রত্যর্পন চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্তিত করের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড , সোনালী ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস এর মধ্যে অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হলো।	কর দাতাদের হয়রানি কমবে এবং কর সমন্বয় ব্যবস্থার সহজীকরণ হবে।
১৮।	বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53(BB) তে নিটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টুন ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির এক্সেসরিজ, জুট গুডস, ফ্রোজেন ফুড, ভেজিটেবল, লেদার গুডস, প্যাকড ফুড সহ অন্যান্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন ০.৮০% হারে হয়ে থাকে যা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু নিটিং, ডায়িং এবং উইভিং ইন্ডাস্ট্রিসমূহ যা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে অঙ্গাঙ্গি সম্পৃক্ত এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিসমূহে মালামাল সরবরাহ করে থাকে এবং এ ধরনের ব্যবসাকে Export Business হিসেবে বিবেচনাপূর্বক Deemed Export হিসেবে বিবেচিত করা হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে এ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রেও উৎসে আয়কর কর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 53(BB) এর ন্যায় নতুন একটি ধারা সংযোজনপূর্বক ০.৮০% হারে কর কর্তন করে তা চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হলো।	এতে সরকারের কর আদায়ে স্বচ্ছতা, সুসম প্রতিযোগিতা, সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। এতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির প্রসার ঘটবে এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।
১৯।	ধারা 53E কে নিম্নোক্তভাবে স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে ঃ Deduction of tax at source should be applicable only when the commission or cash discount or fees are paid to distributors for distribution of goods and not on product discounts allowed to customers or trade discount or lowering the mark-up.	এতে করে কোম্পানীসমূহ তাদের উপযুক্ত অব্যাহতি পাবে এবং কর কর্তন শুধুমাত্র নগদ মূল্য হ্রাসের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে। Payment সংশ্লিষ্ট না থাকলে তার উপর কর আরোপ যুক্তি সংগত নয়।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
২০।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 75 (1A) এর উপধারা C তে উল্লেখিত "a recognized professional body" শব্দগুলোর পরে "and obtained a practicing license" শব্দগুলো সংযোজন করা যেতে পারে।	এতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের হয়রানি অনেকটাই দূর হবে।
২১।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 82(BB) তে বর্ণিত Universal Self Assessment সংক্রান্ত ধারায় বর্ণিত অডিটের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হলে অডিট হবে না তার একটি বিস্তারিত তালিকা রিটার্ণ দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে প্রত্যেক বৎসর প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে করদাতাদের সচেতনতার জন্য অবহিত করা প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।	এর ফলে খুব বেশী অডিটের প্রয়োজন হবে না এবং জনগণ আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংযোজন করতে পারবে।
২২।	সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতীতে রিটার্ন দাখিলের পর কর প্রদান প্রত্যয়ন পত্র (TIN) প্রাপ্তির আবেদনের দুই কার্য দিবসের মধ্যে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করার আইনী বিধান করা প্রয়োজন।	সার্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর পরিগনন ও কর প্রদানসহ রিটার্ণ দাখিল করা হলে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়।
২৩।	(ক) আমদানি পর্যায়ে আয়কর কর্তনের হার ৫% থেকে হ্রাস করে ৩% করার প্রস্তাব করা হলো।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৫% হারে লাভ হয় না। ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা থেকে ৫% হারে প্রদেয় উৎসে কর সমন্বয় সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত আমদানিকারককে লোকসান দিতে হয়।
	(খ) কম্পিউটার এবং কম্পিউটার এক্সেসরিজ ব্যবসায় সরবরাহের উপর উৎসের কর কর্তন ৫% থেকে হ্রাস করে ৩% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।	টেন্ডার, চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে একই আমদানিকারকে বিক্রয় মূল্যের উপর পুনরায় ৫% আয়কর প্রদান করেত হয়। এতে প্রদত্ত ৫% করের সমন্বয় করার কোন সুযোগ না রেখেই চূড়ান্ত পর্যায়ের আয়কর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও পরবর্তী পর্যায়ের উৎসে কর বিয়োজন (টিডিএস) এর সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি পর্যায়ে টিডিএস-এর বিপরীতে সমস্বয় করার একটি নীতিমালা তৈরি করেছে, তথাপি যৌক্তিকভাবে বাণিজ্যিক দীর্ঘতার কারণে এই নীতি খুবই কম অনুসরণ করা সম্ভব । এই নীতিমালা অনুসারে সরবরাহকারীকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ক্রেতার নিকট প্রাসঙ্গিক বিল অব এন্ট্রি'র কপি জমা দেয়া প্রায় অসম্ভব। এটি ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তব হবে যদি কর নির্ধারণকারী কর্মকর্তার সামনে সরবরাহ পর্যায়ে টিডিএস-এর বিপরীতে আমদানি পর্যায়ের টিডিএস সমন্বয় করা হয়। অধিকন্তু, টিডিএস ৩%-এ নামিয়ে আনা উচিত।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
	(গ) যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর উপর বাধ্যতামূলক AIT প্রযোজ্য তাদের কাছ থেকে আমদানি পর্যায়ে AIT কর্তন করে চূড়ান্ত কর প্রদান হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।	ভুয়া লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা শুধুমাত্র আমদানী শূল্ক প্রদান করে মাল খালাস করে পার পেয়ে যায় কিন্তু ৩% হারে AIT প্রদান না করেই ব্যবসা করে যাচ্ছে। অন্যদিক প্রকৃত ব্যবসায়ীকে ৩% AIT এর পাশাপাশি আরও কর দিতে হচ্ছে। আমদানি পর্যায়ে AIT আদায় করে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করা হলে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবে।
২৪।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮(২)(গ) গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করার প্রস্তব করছি।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৮(২)(গ) অনুসারে যখন লাভ কম হয় তখন প্রকৃত আয়করের বোঝাঁর বিপরীতে টিডিএস সমন্বয় করা থেকে আমদানিকারক বা সরবরাহকারীর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়টি কোন কারণ হতে পারে না যে, আয়কর আইন অনুসারে যে কর অন্যভাবে প্রদেয় নয়, কর প্রদানকারীর ঘাড়ে সেই করের বোঝাঁ চাপবে। সম্প্রতি টিডিএস-এর হার বেড়ে যাবার ফলে দৃশ্যপটের ঘোরতর অবনতি ঘটেছে। আইনের এই বিধি গুরুত্বের সাথে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।
২৫।	কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১০% পরিশোধেয় পরিবর্তে ৫% কর পরিশোধের শর্ত করা হউক।	বর্তমানে waiver প্রথা থাকা সত্ত্বেও করদাতা তার সুফল পান না।
২৬।	Interest on bad and doubtful debts ঃ- অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের সুদের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ (৩) তে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institutions (NBFI) কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ২৮(৩) ধারাটি নিম্নরূপে সংশোধন করা প্রয়োজন। "..Bangladesdh Shilpa Bank, Bangladesh Shilpa Rin Sangstha, Investment Corporation of Bangladesh, any commercial bank including the Bangladesh Krishi Bank and Rajshahi Krishi Unnayan Bank **and any Non Banking Financial Institution (NBFI)**, the income by way of interest in relation to such categories of bad or doubtful debts as the Bangladesh Bank may classify in the income year in which it is credited to its profit and loss account for that year or, as the case may be, in which it is actually received, whichever is earlier.. "	Non-Banking Financial Institution গুলো বাণিজ্যক ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই কর আরোপের ক্ষেত্রেও উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেহেতু ধারা ২৮ (৩) এ NBFI এর কথা উল্লেখ নেই, তাই কর কর্তৃপক্ষ শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশন উভয়কেই ধারা ২৮ (৩)-১ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
২৭।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ সংশোধন ঃ Tax on provision for bad and doubtful debts : Provision made against classified loans and diminution in value of investment by Financial Institutions (FIs) should be included under Section 29 of Income Tax Ordinance 1984 : Deductions from income from business or profession. Section 29 of Income Tax Ordinance (ITO) 1984 lists the items to be considered as allowable deductions from income from business or profession. **Proposal :** We propose that provisions made against classified loans/ leases and diminution in value of investment by Financial Institutions should be included as an allowable deduction from income from business and profession under section 29 of ITO 1984. **Alternative Proposal :** At least 'provision on bad and doubtful debts' should be allowed as admissible expenditure incorporating this item under Section 29 of ITO 1984. Only the general provision on good/special mention account (SMA) may be subject to tax.	As per Bangladesh FID circular no. 08 of 3 August 2002, all the NBFIs is are required to charge certain percentage of provisions against all types of loans. Charging of provisions in the profit and loss account reduces the profit for the year. But tax authority does not accept these provisions as allowable deductions from income from business. Therefore they add them back and charge income tax. Now, adding back the provision on good loan is justified while provision made against classified loans should be allowed as deductible from income from business and profession as the company is not in a position to recover that portion of classsified loans. Charging tax on provision against classified loans will just deteriorate the financial health of the company and will affect the shareholders' interest. Also in case of diminution in valu of investment, the provision made through profit and loss account should be accepted as allowable deduction as the company will not be able to realize the cost of the investment. So we strongly recommended that provision asanist classified loans and diminution in value of investment should be treated as an allowable deduction under section 29 of ITO 1984.
২৮।	বর্তমানে Non-Banking Financial Institutions (NBFI) অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত ৪২.৫০% কর প্রদান করে থাকে। NBFI এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৪২.৫০% থেকে হ্রাস করে অন্যান্য লিমিটেড কোম্পারিন ন্যায় ২৭.৫০% করার প্রস্তাব করা হলো।	বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে NBFI একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। NBFI উচ্চমূল্যে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে থাকে। যার চার্জ যা অনেক সময় কর্পোরেট কাস্টোমার চার্জ থেকে বেশি হয়ে থাকে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের লাভ অনেক। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক কারেন্ট এবং সেভিং একাউন্ট থেকেও লাভ করে থাকে যা NBFI এর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে NBFI এর লাভ কম তাই এর আয়কর ৪২.৫০% থেকে ২৭.৫০% করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	যুক্তি
২৯।	২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক কর প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব করছি।	জ্বালানী ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং উচ্চ সুদ হারের কারণে এমনিতেই ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক সুদের হার গড়ে ১৮ শতাংশের উপর। তার উপর গত বাজেটে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে ব্যবসায়ীক কাজে টাকা লেনদেন করলে এ ধরনের কর কর্তনের সুযোগ নেই। কাজেই স্থানীয় ঋণপত্র এর উপর করারোপের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলের লেনদেনকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক কর প্রত্যাহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
৩০।	চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছি এবং এ লক্ষ্যে চেম্বারকে TIN (Tax Identification Number) এর আওতার বাহিরে রাখা প্রয়োজন। চেম্বার ও এসোসিয়েশনগুলোর উপর আরোপিত করের বিধান পরিবর্তন করে বিগত ১৯৬৫ সালে ইস্যুকৃত এসআরও ৮১ (আর)/৬৫ এর ন্যায় অ-লাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করমুক্তভাবে পরিচালিত করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো।	ইতোপূর্বে চেম্বার এবং ট্রেড বডিগুলো করমুক্তভাবে তাঁদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছিল। কিন্তু বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয়, গৃহ সম্পত্তি হতে আয় এবং ব্যবসা আয় এর উপর কর আরোপ করা হয়েছে। (এস.আর.ও. নং ২১৬-আইন-আয়কর/২০১২, তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০১২ ইং)। সদস্য চাঁদা, গৃহসম্পত্তির ভাড়া, আমানতের উপর প্রাপ্য সুদ/মুনাফা, সি.ও. ফি এবং ট্রেনিং ফি হতেই ঢাকা চেম্বার মূলতঃ আয় অর্জন করে। ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রাপ্ত সদস্য চাঁদা দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং সার্ভিস বেনিফিটই হয় না। তদুপরি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপারেশনাল খরচ। তাই প্রয়োজন পড়ে গৃহসম্পত্তির ভাড়া ও আমানতের সুদের। চেম্বারের অর্জিত আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় জাতীয় স্বার্থে দেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নে ও ব্যবসায়ীক সমাজের উন্নয়নে। চেম্বার সম্পূর্ণরূপেই একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ও জাতীয় স্বার্থে সেবার ব্রতই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাদির ব্যয় এবং চেম্বারের অফিস ও প্রশাসনিক খরচ নির্বাহ করার পর যে ব্যয় অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে তা সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হয় না। এ আয়ের সম্পূর্ণ অংশই চেম্বারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং চেম্বারের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কাজে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের করারোপের ফলে বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।